msjCHRONICLE

AN INITIATIVE BY THE DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE & JOURNALISM, BRAINWARE UNIVERSITY

INDIA WIN FIRST ICC WOMEN'S WORLD CUP P4

CHHATH PUJA CELEBRATIONS P2

SPARKS OF DEV DEEPAWALI P4

4 Pages | DECEMBER 2025 YEAR-END EDITION | https://www.brainwareuniversity.ac.in/msj-chronicles.php

IN BRIEF

msj CHRONICLE

The editorial co-ordinator for this edition of msjChronicle is Sougata Jana, 5th semester student in the Department of Media Science & Journalism

WEATHER

Max 25°C (+3) /Min 16°C (+2) Clear sky, mist in the morning. Max and min temperatures will be around 23°C and 15°C Max humidity on Monday 82% and min 29%.

SCAN TO READ ONLINE

A film with a difference

Debosmita Roy

Rashmika Mandanna's new film The Girlfriend is far from a typical colorful romantic movie. It is a strong, much-needed story reflecting the struggles many young women face in relationships. The film traces Bhooma, a bright student played by Rashmika, who falls for Vikram (Dheekshith Shetty), a seemingly perfect guy. Their romance slowly turns suffocating, as Vikram's love becomes controlling—dictating her choices, behavior, and appearance.

Director Rahul Ravindran brilliantly portrays this creeping control without melodrama. Rashmika delivers what is being called her career-best performance, shedding glamour to embody Bhooma's quiet confusion, fear, and simmering frustration. A pivotal moment occurs when Bhooma realizes, through subtle reflections of Vikram's behavior in his mother, that her entrapment is rooted in societal norms, not just the relationship.

The film's greatest strength is its unwavering focus on Bhooma's perspective, showing how everyday control can crush a person's spirit. When she finally asserts herself, the film becomes a powerful story of liberation and self-realization. Though slow and serious, its message resonates strongly, prompting audiences—especially men—to question the fine line between love and control. With box office success, The Girlfriend reaches young viewers with an honest, timely message.

ঋত্বিক ঘটক: বিচ্ছেদের আর্তনাদ থেকে বিশ্ব সিনেমার চিরন্তন কণ্ঠস্বর

সৌগত জানা

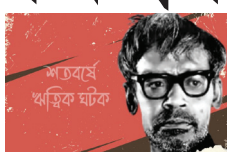

কলকাতা শহর প্রতি বছর ফিরে পায় তার চিরচেনা রূপ-আলো-আঁধারির পর্দা, দর্শকের নিঃশব্দ উত্তেজনা আর সিনেমা নিয়ে নিরন্তর আলোচনা। প্রতিবছরের মতো এবছরও ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর, এই আট দিনে অনুষ্ঠিত ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (KIFF) শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছিল স্মৃতি, ইতিহাস ও বিশ্বমানবতার এক অনন্য মিলনমেলা। এবছরের উৎসবের কেন্দ্রে ছিল বাংলা চলচ্চিত্রের বিদ্রোহী স্রষ্টা ঋত্বিক কুমার ঘটকের জন্মশতবর্ষ এবং বিশ্ব সিনেমার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জরুরি আহ্বান।

'Cinema Connects the World'-এই থিমকে সামনে রেখে KIFF ২০২৫ একত্র করেছিল ৩৯টি দেশের ২১৫টি চলচ্চিত্র। নন্দন, রবীন্দ্র সদন, নজরুল তীর্থ থেকে ধনধান্য অডিটোরিয়াম—কলকাতার প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়েছিল সিনেমাপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস। শহরের বাতাসে ছিল পুরনো সেলুলয়েডের গন্ধ আর নতুন ডিজিটাল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

সেলুলয়েড থেকে ডিজিটাল: স্মৃতি বাঁচানোর লড়াই

এবছরের উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও ডিজিটাল সংরক্ষণ। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বহু ক্লাসিক চলচ্চিত্রকে নতুন প্রাণ দেওয়ার প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উৎসবজুড়ে। বিশেষ করে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'-এই তিনটি ছবির ডিজিটালি পুনরুদ্ধার করা সংস্করণ দর্শকদের সামনে এক নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। দাগ কাটা ফ্রেম, ঝাপসা শব্দের আড়াল সরিয়ে আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেশভাগ, বিচ্ছেদ আর মানুষের অস্তিত্ব সংকটের আর্তনাদ।

KIFF-এর চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ যথার্থভাবেই বলেন, সেলুলয়েডে তৈরি বহু ছবির নেগেটিভ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সময়ের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসকে ধরে রাখতে রেস্টোরেশন আজ শুধু প্রয়োজন নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

ঋত্বিক ঘটক: স্মৃতি নয়, এক জীবন্ত ভাষা

ঋত্বিক ঘটককে শুধুই স্মরণ করা হয়নি, তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে এই উৎসব। তাঁর সিনেমা এখানে ইতিহাসের দলিল হয়ে নয়, বরং বর্তমানের সঙ্গে সংলাপরত এক জীবন্ত শিল্পরূপ হিসেবে উঠে এসেছে। দেশভাগের ক্ষত, উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণা, নারীর কান্না আর প্রতিবাদের ভাষা-সবই আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ১১ই নভেম্বর নজরুল তীর্থে আয়োজিত বিশেষ সেশন 'Ritwik Ghatak: Centenary & Beyond'-এ অংশ নেন অমরেশ চক্রবর্তী, অশোক বিশ্বনাথন, সুপ্রিয় সেন, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আলোচনায় উঠে আসে-ঋত্বিক কেবল একজন পরিচালক নন, তিনি এক চিন্তক, যাঁর সিনেমা আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রকে প্রশ্ন করতে শেখায়। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন শেখর দাস।

উদ্বোধন, স্মরণ ও বিশ্বসংযোগ

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পী ও অতিথিরা। প্রবীণ চলচ্চিত্রকার রমেশ সিপ্পি প্রদত্ত সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার যেন ভারতীয় সিনেমার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।

এবছর উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি ছিল পোল্যান্ড। সেখানকার নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলি কলকাতার দর্শকদের সামনে তুলে ধরে ইউরোপীয় শিল্পভাবনা ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ভিন্ন ভাষা। পাশাপাশি 'Beyond Borders' ও 'Unheard India' বিভাগে অভিবাসন, পরিচয় সংকট এবং প্রান্তিক ভারতীয় ভাষার গল্প বিশেষভাবে নজর কাড়ে।

সিনেমা যেখানে ভাষা ছাড়িয়ে যায়

উৎসবের প্রতিটি দিন প্রমাণ করেছে সিনেমা সত্যিই এক সর্বজনীন ভাষা। অচেনা দেশের গল্প দেখেও দর্শক আবেগে ভেসেছে, কারণ অনুভূতির ভাষা সর্বত্র এক। এক দর্শকের কথায়, "বিভিন্ন দেশের ছবি দেখতে গিয়ে বোঝা যায়, সংস্কৃতি আলাদা হলেও মানুষের বেদনা, ভালোবাসা আর স্বপ্ন এক।"

স্বাধীনতা ও শর্তের তর্কে বন্দী সিনেমা

শিউলি মন্ডল

২০২১-এ দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছেলে-মেয়েরাও সিদ্ধান্ত নিল সিনেমা বানানোর। পুঁজি বলতে তাদেরও তেমন কিছু নেই। তবু কাজ শুরু হল, বারবার থেমেও গেল কিন্তু অদম্য ইচ্ছায় তারা চার বছরে সিনেমাটি শেষ করতে সক্ষম হল। তবে সিনেমা বানালেই তো হয় না, দর্শকের কাছে খবর না পৌঁছালে তো মিডিয়া হিসেবে সিনেমা অকারণ হয়ে যায়। সুতরাং প্রমোশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য খোঁজ শুরু হল প্রযোজকের। ভাগ্যক্রমে কোনও একটি প্রযোজনা সংস্থার পছন্দ ও হল সিনেমা। আইনি কাগজপত্র ও সব তৈরী। সিনেমা মুক্তি পাবে বেশ কিছু হলে। সমাজ মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হচ্ছে ট্রেলার। কেউ-কেউ খুঁজে পাচ্ছেন বিশ্বের তাবড়-তাবড় পরিচালকদের কাজের ছাপ। সবকিছুই যখন ঠিকঠাক তখনই হঠাৎ ছন্দপতন; মুক্তির ঠিক আগের দিনেই আটকে গেল 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবিটি। কারণ হিসেবে জানা গেল টলিউড ফেডারেশনের আপত্তি।

ছবিতে ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের কাজ না পাওয়া, প্রযোজকের অন্য সিনেমার ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক না মেটানো; ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বলা হয়, ছবিটি ব্যবসায়িক ভাবে মুক্তি পেলে তা নাকি টেকনিশিয়ানদের বঞ্চিত করবে।

এ কথা সত্যিই যে ফেডারেশন টেকনিশিয়ানদের জন্য যেভাবে ভাবছে, তা প্রশংসনীয় কিন্তু যুক্তিগুলো বড্ড কুযুক্তি সমান হয়ে উঠছে।

'ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের প্রয়োজন না থাকলেও তাদের নিতেই হবে নইলে তাদের সাথে প্রতারণা হয়'- এটা অনেকটা এমন শোনায় যে, আমার বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে প্রয়োজন না থাকলেও রাঁধুনী নিতেই হবে, নইলে তা হবে প্রতারণার সমান।

বর্তমানে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রতি কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছেন এই কারণে। সিনে জগৎ ও ব্যতিক্রম নয়। টেকনিশিয়ানদের অনেক কাজ এআই করে দিচ্ছে সহজেই। আগামী কয়েক বছরে এর ব্যবহার আরও বাড়বে। জোর করে কি সেই পরিবর্তনকে আটকে রাখা যাবে? অন্য সিনেমার পারিশ্রমিকের বিষয় টেনে এই ছবিটিকে কেন আটকে দেওয়া হবে? নতুনদের যদি সুযোগ না দেওয়া হয় তারা তো চিরকাল বহিরাগতই থেকে যাবে। তাহলে কি আজীবন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া কেউ কাজ করবে না? এই নিয়ে সিনেমার নির্মাতা, টলিউডের বহু পরিচালক, অভিনেতা ও প্রযোজকরা সমাজ মাধ্যমে মুখ খুলেছেন। মুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে নানান সওয়াল হলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে অনেক।

একজন শিল্পীর কি স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখার ও অধিকার নেই? নতুনত্বের ছোঁয়া ছাড়া শিল্পের কোনও মূল্য থাকে? সিনেমা বানাতে ঠিক কী লাগে? ভালো গল্প? যান্ত্রিক বোধ? সিনেমা বানানোর স্বপ্ন নাকি স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা? সত্যজিৎ রায় কেও যদি এরকম হাজারটা শর্ত মানতে হতো তাহলে কি আদৌ আমরা পথের পাঁচালি দেখতে পেতাম? হয়তো পেতাম না। হয়তো ওঁনার কোনও সিনেমাই দেখতে পেতাম না। ভারতের প্রথম অস্কারটা হয়তো আদৌ পাওয়া হতো না।

তবে শিল্পীরা যে যোদ্ধাও হতে পারে তা দেখিয়ে দিলেন পরিচালক জয়ব্রত দাস এবং তার টীম। তাদের লড়াকু মনোভাব এবং দর্শকদের দাবীর কারণেই ২১-শে নভেম্বর, সিনেমাটি শুধু মুক্তি পায়নি বরং রমরমিয়ে চলেছে। তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্র জগতের যে চিত্র দেখতে পাওয়া গেল তাতে আদতেই দর্শকের আস্থা কমছে। পরবর্তীতে আবারও এরকম ঘটনা ঘটলে হাজার অনুরোধেও দর্শক বাংলা সিনেমার 'পাশে দাঁড়াবে' কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থেকে যাচ্ছে।

The man who filmed dreams

Rahul Mondal

Dreams originate from our subconscious mind. Sigmund Freud believed dreams are the "royal road to the unconscious," serving as a way to fulfil repressed wishes from the unconscious mind. And I don't know about anyone else — I dream pretty peculiar and weird things. Well, even though it is fascinating, sometimes it doesn't make any sense at all. Freud provided theories of psychoanalysis dealing with dreams and subconscious behaviours. And the whole Surrealist film movement was based on this theory, making the dreams 'a reality'. The movement got inspired by the art movement Dadaism which critiqued bourgeois art. To them, these bourgeois artworks bring order, logic, refinement and profit, so they created what is the north pole to the south — something that is absurd, nonsense and chaos. The Surrealist movement got inspired by Dadaism, but they focussed on dreams. It was officially started by André Breton in 1924 with the Surrealist Manifesto.

"The man who cannot visualize a horse galloping on a tomato is an idiot," a quote by Breton himself, defines the movement pretty clearly. But today I am not going to discuss Surrealism, but one of the greatest surrealist filmmakers ever whose films not only make you think, but will tear you apart, that is Wojciech Jerzy Has. So, this year I attended the Kolkata Film Festival just to watch the special screening of the films of Poland and Wojciech Has. So, in this festival, I watched three of his films which were screened at Rabindra Okakura Bhavan. The films were The Doll (1968), The Hourglass Sanatorium (1973) and The Saragossa Manuscript (1965). Let's delve into the poetic dream of Wojciech Has one by one, hope someday whoever is reading this could consume the magic himself. The Doll was based on the novel Lalka by Bolesław Prus, which was set in 1870s Poland, where Polish society was divided between nostalgia for a grand past and the pragmatic demands of a new economic order. The aristocracy was financially collapsing but clinging desperately to old-world pretensions, and a new bourgeois class was rising fast, driven by capitalism and modernisation.

Wokulski, the film's central figure, was a self-made businessman who embodied the new Poland, ambitious, driven, and painfully out of place in an aristocratic world that refused to accept him. Wokulski falls

A still from the film.

in a hopeless love for Izabela Łęcka, who is the spoiled, status-obsessed daughter of a once-wealthy Polish aristocrat. But when we talk about Wojciech Has, it is never about the story or the plot, it has to be the mise-en-scène, the use of the camera and its movement. Lalka is a very novelistic film, which is claimed to make you feel distant, disillusioned and poetic. The film holds to this aesthetic. The constant track through the mirrors, fogged windows and dim salons will make you feel claustrophobic and will never give you the space to even breathe. Wojciech Has builds the mise-en-scène of The Doll like a slow-burning elegy, every frame loaded with the weight of a society past its prime, pretending it still has a future.

And then we come to The Hourglass Sanatorium. Because the place where it was screening was very far from my home and the screening was in the morning, I had to rush to the place. When I sat on the seats there, my heart was still beating fast, I was panting and kind of felt dizzy, but I carried these palpitations throughout the film. The Hourglass Sanatorium is a surrealist film which did not have any specific narrative, had a bizarre narrative structure and visuals. But every frame was dreamlike. It felt like I was still sleeping and something was going on in my dream, I didn't want to forget these frames yet I had to when I woke up, but I didn't. If you love painting, it will be a delight to you, served right in front of you to consume. The story was written by Bruno Schulz, who himself was a painter, and we could see how much influence of his paintings could be seen in the film.

Continued on Page 2

Peaceful Buddha temples of Sikkim

Annesha Dutta

During my trip to Sikkim, I discovered a world of peace and spirituality hidden among the mountains. The air was fresh, the sky so close that it felt like touching the clouds. Visiting the Buddha temples was a magical experience. The sound of prayer wheels, the scent of incense, and the calm faces of monks made the atmosphere deeply peaceful.

At the Buddha Park in Ravangla, a huge golden statue of Lord Buddha stands tall against the backdrop of the Himalayas. it felt like time had stopped there. The Rumtek Monastery was equally beautiful, filled with colorful prayer flags fluttering in the wind. I learned that these temples are not just places of worship, but symbols of inner peace and harmony.

Exploring Sikkim's Buddhist temples taught me that peace doesn't always mean silence, sometimes it's in the gentle chanting, the prayer bells, and the kindness of people who live so close to nature.

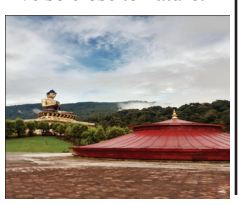

When violence becomes a joke

Bipasha Kundu

Symbols linked to recent violent crimes — such as a blue drum or a refrigerator — have increasingly become material for online laughter through memes. Even in high-profile cases like the Raja Raghuvanshi murder, which shocked the nation, memes such as "Sonam bewafa hai" circulated widely. Psychiatrists and psychologists say this trend reflects growing emotional numbness, especially among youngsters. For many, it is disturbing to see heinous crimes reduced to jokes while scrolling online, with little thought given to the pain of victims' families.

This behaviour has become common on social media, where memes attract likes and engagement. Posts mocking gruesome crimes invite insensitive comments like giving someone the "blue drum treatment" or suggesting the need for an "extra-large fridge." The "blue drum" meme traces back to a Meerut case where a body was hidden in a blue drum, while the "extra-large fridge" refers to a Delhi murder case involving dismemberment. Psychologists note that these objects have become shorthand identifiers for crimes, shifting focus away from the brutality and humanity involved.

"These memes dehumanize victims and turn crime into dark entertainment," said psychologist Soumya Mukherjee. "Memes are no longer harmless jokes. Making fun of horrific crimes normalizes violence and toxic behaviour under the guise of dark humour."

After the recent Kolkata tragedy where Madhumita Roy died by suicide along with her daughter, social media was flooded with comments like "blue drum production increase kiya jaye." Similar reactions followed cases in Bengaluru and Gujarat, with remarks such as "He should be in a drum" and hashtags like "#BlueDrum murder." Even after the gang-rape of a law college student in Kolkata, a netizen commented, "Blue drum ka supply mein karwa dunga," targeting the accused.

Memes using phrases like "blue drum ka atank" or comparisons such as "extra-large fridge vs blue drum," along with playful graphics, trivialize serious crimes, experts say. The trend has gone so far that blue drums are even being gifted at weddings, an act many criticize but others find amusing.

Psychiatrist Jai Ranjan Ram described this culture as a "dangerous paradox." "Memes are powerful tools. They erode empathy and create a toxic social environment, especially for young minds," he said.

Mukherjee added that meme culture is worsening gender hostility online. "What begins as humour often escalates into resentment, reinforcing stereotypes and deepening mistrust between men and women."

Experts stress the need for sensitive media reporting, stronger digital literacy, stricter regulation, and empathy-driven awareness. "People must learn to distance themselves from such content, avoid engaging with it, and actively protest against this growing insensitivity," Ram said.

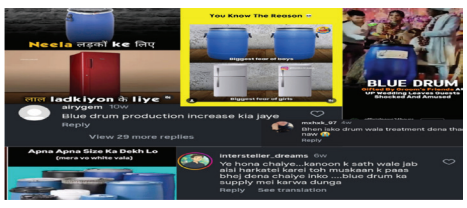

Motherhood, mental health in focus at Nagorik Chetona's discussion

Aditya Adhikari

At a time when women's mental health is gaining national attention, citizens' collective Nagorik Chetona hosted a special live edition of Anu Sange Ratnaboli at Rotary Sadan on Friday evening, themed "Motherhood, Mental Health, and the Politics of Care." It Formed in the wake of the public outrage over the RG Kar rape case. Filmmaker as well as actress Aparna Sen opened the event with a reflective address, later joined by Dr. Anuttama Banerjee and Ratnaboli Ray in a candid discussion about how the idea of the "good mother" is used to shape women's lives and limit their freedom.

The speakers highlighted the guilt of working mothers, the stigma faced by child-free women, and the invisibility of single or queer mothers — linking these social pressures to women's mental health.

Dr. Anuttama Banerjee and Ratnaboli Ray

Dr. Banerjee shared a deeply personal experience from her son's childhood — when, at the age of ten, he often hesitated to introduce her as his mother because his friends commented that she "didn't look like a mother." This moment, she said, revealed how society's narrow image of motherhood affects both women and children,

In an interaction, Aparna Sen said she always tried to balance her responsibilities inside and outside the home while raising her daughters, emphasizing the role of understanding and mutual respect in family life.

Aparna Sen emphasized the importance of discipline, empathy, and family support in balancing personal and professional life.

The evening ended with a reminder that every demand for a safer city must also make a mother's mind free.

AI awareness workshop

Rajib Ranjan Thakur

The Department of Media Science and Journalism organized a workshop on Artificial Intelligence and its applications in entrepreneurship on 21 November 2025 at Madhyamgram High School. The session also highlighted various additional uses of AI beyond business. The workshop was conducted by students of MSC Semester 1 along with students from BSC Semester 5, who handled all responsibilities efficiently.

Students from Classes VIII, IX and X participated in the workshop and showed active interest throughout the programme. They also shared their views on AI and how they can implement it in future. Several quizzes and interactive activities were included, which helped the students understand AI concepts in a simple and engaging way. The team also provided them with essential knowledge about AI and its real-life applications. Participants gave positive feedback, indicating successful learning and involvement.

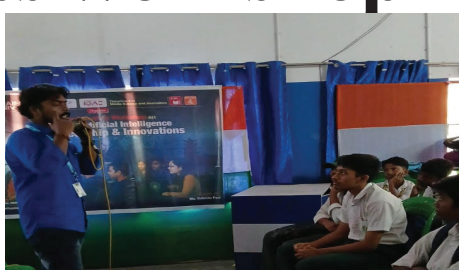

The event was guided by faculty members Ms. Subinita Paul and Dr. Ruma Saha, whose support helped the team manage the workshop smoothly and within limited time. Overall, the workshop concluded successfully with effective coordination and enthusiastic participation.

Takeway from a film festival

Continued from Page 1

And the final work, which is his magnum opus, The Saragossa Manuscript. There are times when you deliberately answer the question that you don't know how to explain the plot. It is that kind of film. It has a narrative and it has a story, yet I could claim no one could explain it except to say that you need to watch it. But let me titillate your interest towards this film. The film opens with two opposing groups locked in battle. Sensing defeat, one soldier breaks away and takes refuge in an old crumbling house. Inside, he discovers a manuscript with strange and unsettling figures and drawings. He begins to read. Even when the enemy soldiers track him down and press a gun to his head, he barely reacts because he is too absorbed in the tale before him. Watching this, the opposing commander grows curious, takes the manuscript, and starts reading as well. Mesmerised, he orders his men to continue the fight outside and leave them in peace. As they read together, one of the soldiers realises that the manuscript is describing the life of his own grandfather. From there, the storytelling deepens and unravels, attracting you into a labyrinth of narratives, layer upon layer. Yet you will fail to identify whether the story is real or a dream. The film is 3 hours long, and for many, it might have been a monotonous, boring thing to watch.

I went with one of my teacher, and we were discussing how people would start leaving the theatre after an hour. But we were totally wrong, people were there throughout the film; no one left their seat. They kept laughing, we kept laughing, everyone's eyes were glazing and stuck constantly on the screen of the theatre.

In Film Festivals, I like to watch the classics rather than the contemporary for various reasons, but the most prominent reason is to watch them on the big screen. But the question comes circling back to me from time to time, why does it matter whether to watch a film on the big screen or the small screen? I have seen people answering in the most cliché way — that films are made for the big screen, not the small screen, or for the visuals. Yes, it is true yet obvious. Wojciech Has's films answer the question. The answer is "setting up the stage", or what we popularly know as "mise-en-scène". Wojciech Has makes his sets grand yet claustrophobic, relevant to the plot. Using certain objects like mirrors, closed rooms, the setup of a bar and many things had a lot of details which you will miss if you haven't watched it on a big screen. And most importantly, the films of Wojciech Has have three grounds working together — the foreground, the mid-ground and the background. He helps you understand the space. In my Film Studies course, we have been taught about how space becomes an important factor in films like Run Lola Run, Playtime by Jacques Tati. Wojciech Has explained it much better.

Wojciech Has was different from his contemporary filmmakers like Wajda, Munk, Kawalerowicz, Zanussi, and later Kieślowski. He rejected political allegory when everyone embraced it; his films are metaphysical, psychological, not at all ideological. His films were paintings and were much more than narrative.

In this festival, we watched digitally restored versions of his films and the print of the film was in 4K. But the restoration was not that easy and the distribution was even harder. His film The Saragossa Manuscript was restored in part thanks to the support of major Western filmmakers Francis Ford Coppola and one of the greatest disciples of film, Martin Scorsese.

Jerry Garcia funded travel to Europe to locate a print of The Saragossa Manuscript. The print arrived in Berkeley the day after he died. Tragic, poetic and entirely Has-appropriate.

It is said that The Hourglass Sanatorium was smuggled out of Poland for a screening at Cannes because Polish authorities would not officially submit it. It went on to win the Jury Prize.

We mess up films with novels and stories. We search for meaning in the story or the plot of the film, but forget to find any relevance to the other sound mediums like the visuals, editing, score, set designs and much more. Wojciech Has's films are like good dreams or like nightmares that haunt you for several days, months or years, or sometimes to your deathbed. His films will do the same thing to me, they will haunt me, make me think, make me grow till my deathbed. If you dream, if you think you are weird, make it a reality and the reality will feel like it is a dream to you. Has helped me realise it, films made me realise it.

Rahul Mondal is a former student of the MSJ department.

Essence of Chhath

Dipsika Gupta

For every Bihari, Chhath Puja is not just another date on the calendar , it is a powerful emotion. No matter where we are in the world, the call of Chhath pulls us back home. It's a four-day celebration of nahay khay , kharna , sandhya arghya and usha arghya dedicated to the Sun God, Surya Dev, and Chhathi Maiya, filled with a purity and devotion you won't find anywhere else.

The festival begins with a deep feeling of cleansing. Then comes the tough, but sacred, Nirjala Vrat , a fast where womens go without a single drop of water for over 36 hours, praying for the well-being and prosperity of their family. This act is not a burden; it's a profound expression of love and sacrifice.

The real magic happens at the 'ghat' the bank of a river or pond. The air fills with the sweet scent of (thekua) and the soulful, Chhath folk songs. You see hundreds of people, rich or poor, standing together in the water, their hands folded, patiently waiting for the setting Sun to offer their Arghya.

The next morning, before dawn, everyone returns to the water to greet the rising Sun, marking the end of the fast. This festival is a beautiful lesson: it teaches us to be grateful for the source of life, to connect with nature, and to keep our traditions pure and simple.

The entire festival is an act of gratitude, devotion, and strict discipline for health, prosperity, and the well-being of the family. For a Bihari, Chhath is the light that guides us home, the warmth of family, and the strength of our faith and an emotion for every Bihari.

A festival of faith and nature

Muskan Roy

Chhath Puja is a traditional Hindu festival mainly celebrated in Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, and Nepal. It is dedicated to the worship of Lord Surya (the Sun God) and Chhathi Maiya, who is believed to bring health, prosperity, and wellbeing.

The festival lasts four days, and each day has its own rituals. People observe strict fasting, take holy dips in rivers or ponds, and offer prayers during sunrise and sunset. Devotees prepare prasad like thekua, fruits, and rice-based dishes, all made with purity and devotion.

Chhath Puja is known for its simplicity and discipline. There are no idols used; instead, worship is done directly to nature, especially water and sunlight. Families gather at riverbanks, create clean surroundings, light diyas, and sing traditional songs. The festival promotes togetherness, cleanliness, gratitude, and respect for nature.

Overall, Chhath Puja is a beautiful cultural tradition that reflects faith, purity, and the deep bond between humans and nature.

Soul of our homeland

Kritika Bharti

As a Bihari, I can tell you Chhath Puja is the most important time for us. This four-day festival is given to the Sun God (Surya Dev) and Chhathi Maiya. It is a clear and honest look at the spirit of our people.

We spend 36 hours without water, it is simply the Nirjala Vrat. It is tough but it indicates our determination to our faith.

We praise the sun when it is rising and when it sets. We are standing in the water to make offerings and pray. The entire experience is simple, there are no priesters required, and it is only us and nature.

It is all about nature and simplicity. The snacks such as sweet Thekua were placed in simple bamboo baskets. Chhath brings all the people in the community together and it is through Chhath that we truly appreciate nature accepting that it is the reason of our existence.

ভক্তি-আলোয় উজ্জ্বল চন্দননগর। মা জগদ্ধাত্রী, তুমিই জগতের ধাত্রী।
ছবিঃ রনদীপ সাহা

**Stuck at a signal, breathing in the dense smoke and smell from burning garbage.
Picture by Aniket Ghosh**

Nature's quiet beauty. Picture by Ritu Payra

Naihati's Boro Ma. Picture by Deep Ganguly

বিস্মৃতির পর্বে। ছবিঃ সুরভী হালদার

কলকাতা: শীতের সন্ধ্যা, আগুন আর আকাশছোঁয়া স্থাপত্য।
ছবিঃ সোমা মণ্ডল

Wrapped in mist, drifting into a moment of peace. Picture by Supratick Roy

আধুনিকতার মাঝে মায়ের আরাধনা। ছবি: ইন্দ্রানী দত্ত

কোচবিহারের ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত শহর মাথাভাঙায় কালীপুজোর তিন দিন পর শুরু হয় জনপ্রিয় মাথাভাঙা কার্নিভাল। ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে যা হয়ে ওঠে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের উৎসব। ছবি: বৈশালী সাহা

Historic World Cup victory for the India women's national cricket team

Deep Ganguly

The date was June 25, 1983. At Lord's, history was made as India became world cricket champions for the first time. Kapil Dev lifting the World Cup from the Lord's balcony remains an iconic moment. Exactly 28 years later, in 2011, Mahendra Singh Dhoni's unforgettable six at Wankhede sealed India's second World Cup title—the first time a host nation won on home soil.

Since then, India had not tasted another World Cup triumph. In 2023, under Rohit Sharma, India reached the final but lost to Australia, leaving November tinged with disappointment for fans.

After 14 long years, that wait finally ended on November 2, 2025, when the Indian Women's National Cricket Team won the World Cup for the first time, giving India its third world title overall.

Earlier, India had reached the finals in 2005 and 2017 under Mithali Raj but lost to Australia and England respectively. The 13th edition of the Women's Cricket World Cup, which began in 1973, was held in 2025 and co-hosted by India and Sri Lanka.

Eight teams participated—hosts India and Sri Lanka, Australia (7-time champions), England (4-time champions), South Africa, Pakistan, New Zealand, and Bangladesh. The round-robin format saw each team play seven matches. Australia, England, South Africa, and India qualified for the semi-finals.

India's journey was challenging. They beat Sri Lanka and Pakistan convincingly but lost to Australia despite scoring 331. Narrow defeats against South Africa and England followed. With qualification on the line, India had to win both remaining matches.

Against New Zealand, rain reduced the match. Openers Pratika Rawal and Smriti Mandhana scored centuries, helping India reach 340/3 in 49 overs, with Jemimah Rodrigues unbeaten on 76. After further rain, New Zealand were set a DLS target of 325 in 44 overs but managed only 271, sending India into the semi-finals.

In the first semi-final, South Africa defeated England, powered by Laura Wolvaardt's 169. In the second, India faced defending champions Australia. With Pratika Rawal injured, Shafali Verma came in. Chasing 338, India stunned Australia as Jemimah Rodrigues' unbeaten 127 knocked out the seven-time champions.

The final—India vs South Africa—ensured a new world champion after 25 years. Played at the D.Y. Patil Stadium, Navi Mumbai, rain delayed the start. South Africa chose to field, and India posted 298/7, led by Shafali Verma's 87, Deepti Sharma's 58, and Richa Ghosh's explosive 34.

Chasing 299, South Africa fought through Wolvaardt's 101 but were bowled out for 246 in 45.3 overs. Deepti Sharma took the final wicket, caught by captain Harmanpreet Kaur, sealing a 52-run victory.

India were crowned Women's World Champions for the first time. Shafali Verma won Player of the Match, while Deepti Sharma was named Player of the Tournament for her 260+ runs and 22 wickets. India received a record ₹40 crore prize, presented to captain Harmanpreet Kaur by ICC President Jay Shah.

After Kapil Dev and MS Dhoni, India found its third World Cup–winning captain—Harmanpreet Kaur.

Dev Deepawali unites tradition and technology

Debosmita Roy

November 5, 2025, Wednesday: The holy city of Banaras (Varanasi) turned into a galaxy of lights last night as it celebrated the most spectacular Dev Deepavali on the auspicious occasion of Kartik Purnima. This "Diwali of the Gods" saw the entire crescent-shaped riverfront transformed into a dazzling dreamscape. More than a million tiny earthen lamps, or diyas, were carefully placed on every single stair and railing of the 84 famous ghats. It was an unbelievable sight as the glowing pathway with diyas looked like the stars had fallen right into the Ganges River. While the traditions of lighting the lamps and the massive Ganga Aarti remained the heart of the festival, this year the true buzz was around a dazzling, high-tech light show that brought the city's ancient stories to life.

The biggest crowd-pleaser was definitely the 'Kashi Katha' 3D projection mapping and laser show at Chet Singh Ghat on Dev Deepavali was a grand 25-minute presentation that vividly showcased the spiritual and cultural journey of Varanasi, blending its ancient legends with modern history. The show depicted the unique confluence of Kashi's divinity, history, and faith, taking visitors on a journey from ancient times to the modern era. Specifically, it included scenes symbolizing Lord Shiva's presence, starting with the sound of the conch and damru, and featured key religious stories such as the wedding of Lord Shiva and Goddess Parvati, the legend of Lord Vishnu's Chakra Pushkarini Kund, the sermons and teachings of Lord Buddha, and the spiritual legacies of saints like Kabir and Tulsidas.

Dev Deepawali once again proved that this city can honor its deep spiritual roots while also embracing incredible technology. From the thousands of dedicated volunteers lighting the tiny diyas to the teams managing the state-of-the-art projection system, the whole event was a huge success. Despite the massive crowd that estimated at well over two million people but still the city was buzzing with happy excitement, not chaos. As the last of the green fireworks faded and the river continued to gently twinkle with floating lamps, it was clear that this festival remains an unforgettable, luminous experience, leaving everyone who witnessed it feeling a bit of that divine Banaras magic.

অস্ট্রেলিয়ার উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামস এখন ভারতীয়

সুনীল ছেত্রীর উত্তরসূরি হিসেবে নতুন আশার আলো

সুপ্রতীক রায়

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার রায়ান উইলিয়ামস আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় ফুটবল দলে যোগ দিতে চলেছেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে পেয়ে তিনি বেঙ্গালুরুতে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। জানা গেছে, আগামী ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বে ভারতের হয়ে তাঁর অভিষেক হতে পারে।

১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর পার্থে জন্ম নেওয়া উইলিয়ামসের মা মুম্বাইয়ে জন্মানো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত, যার সূত্রে ভারতের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগ রয়েছে। ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেন ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ এফসি-তে, পরে খেলেছেন অক্সফোর্ড ইউনাইটেড ও রোথারহ্যাম ইউনাইটেডসহ একাধিক ক্লাবে। দেশে ফিরে অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগে পার্থ গ্লোরির হয়ে খেলেন এবং ২০২৩ সালে বেঙ্গালুরু এফসি-তে যোগ দেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলেছেন এবং ২০১৯ সালে সিনিয়র দলের জার্সিতেও একটি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে অংশ নেন। ভারতীয় শিকড় ও ভবিষ্যৎ গড়ার ইচ্ছা থেকেই নাগরিকত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নেন উইলিয়ামস। তাঁর কথায়, "এটা সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না, কিন্তু মনে হয়েছে আমার জায়গা এখন এখানেই।" জাতীয় কোচ খালিদ জামিল এই সংযোজনকে ভারতীয় ফুটবলের জন্য "যুগান্তকারী পদক্ষেপ" বলে উল্লেখ করেছেন।

রায়ান উইলিয়ামসের পাশাপাশি জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন নেপালে জন্ম নেওয়া তরুণ ডিফেন্ডার অবনীত ভরতি। ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার পর তিনি বেঙ্গালুরু ক্যাম্পে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি বলিভিয়ার প্রথম ডিভিশন ক্লাব 'একাডেমিয়া ডেল বালম্পি বলিভিয়ানো'-র হয়ে খেলছেন। ইউরোপে অস্ট্রিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বলিভিয়ায় দক্ষিণ আমেরিকার দ্রুত ও শারীরিক ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন ভরতি। কোচিং স্টাফের মতে, তাঁর শারীরিক শক্তি, পজিশন সেন্স ও বল ক্লিয়ার করার দক্ষতা নজর কেড়েছে।

সমর্থকদের মতে, উইলিয়ামসের আগমন আক্রমণভাগে নতুন গতি আনবে এবং ভরতির অন্তর্ভুক্তি রক্ষণকে আরও দৃঢ় করবে। সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর ধারাবাহিক গোলদাতার খোঁজে থাকা ভারতীয় দলের কাছে উইলিয়ামস নতুন আশার প্রতীক। একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত বিদেশে বেড়ে ওঠা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের জন্য জাতীয় দলের দরজা আরও খুলে দিল। উইলিয়ামস ও ভরতির সংযোজন আগামী দিনের ব্লু টাইগারদের জন্য অনুপ্রেরণার অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

মিষ্টিতে বাঙালির শীত

অনুপ্রিয়া চক্রবর্ত্তী

বাঙালির সঙ্গে শীতের সম্পর্কটা যেন এক গভীর মায়ার। কুয়াশায় ভরা ভোর, শীতল শিশিরের হালকা কাঁপুনি, আর রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা গুড়ের গন্ধ, সব মিলিয়ে এক আবেগের পরিবেষ তৈরি করে। আর আসছে শীতে বাঙালির স্বাদেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রে থাকবে তাদের অতি প্রিয়, মিষ্টি। শীতের মিষ্টি শুধু স্বাদের নয়, বহু মধুর স্মৃতির অংশও বটে। বাঙালির সমস্ত উদযাপনের বিশিষ্ট অংশ হয়ে থাকে মিষ্টি।

শীত পড়লেই যার স্বাদ পাওয়ার জন্য বাঙালির হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তারই নাম পাটিসাপটা। নরম, তুলতুলে পিঠের ভিতর নারকেল, খোয়া ক্ষীর, ও গুড়ের সুস্বাদু মিশ্রণ টা মুখে গেলেই যেন মনে হয় শৈশবে ফিরে গিয়েছি। প্রতিটি শীতের কোনও এক বিকেলে মায়ের হাতে করা পাটিসাপটা তে ভাগ বসানোর স্মৃতি গুলো আজও অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তবে এটা তো গেলো শীতের মিষ্টির রাজার কথা, মিষ্টি স্বাদের চমক বলতে বাঙালির ফর্দ শেষই হয় না।

ঠিক তার পরেই আসে নলেন গুড়ের রসগোল্লা, পায়েস, গুড়ের সন্দেশ, নারকেল নাড়ু, দুধ পুলি, মালপোয়া, গুড়ের রসমালাই, আরও নানান মিষ্টির বাহার। প্রত্যেকটির মধ্যে যেন হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই, কোনটা কার কতটা প্রিয়। এই সব রকমের মিষ্টি একটি মাটির থালায় একসঙ্গে পরিবেশন করলে, নকশি কাঁথার নকশার চেয়ে কম সুন্দর লাগবে বলে তো মনে হয় না।

নলেন গুড়ের রসগোল্লা, আ-হা-হা বাঙালির জিভে এই স্বাদের জুড়ি মেলা ভার। শীতের বিকেলে পাড়ার মিষ্টির দোকানের ময়রার হাতের নরম এবং গরম গুড়ের রসগোল্লা, বাঙালির হৃদয় এক আলাদা অনুভূতি এনে দেয়। রসগোল্লা যে শুধু একটি মিষ্টি নয়, যেকোনো বাঙালি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ – জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সমস্ত অনুষ্ঠানেই এর স্থান রয়েছে। শুধু গুড় যোগ হলে এর পদোন্নতিতে বাঙালির মনের প্রলোভন টা একটু বেশি আশকারা পায়।

গুড়ের সন্দেশ ও নারকেল নাড়ু – রস পরিবারের অংশ না হলেও, এর স্বাদ না পেলে শীতকাল টা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গুড় ও নারকেল মিশ্রিত নাড়ু একটু একরোখা হলেও, সন্দেশের আবার রয়েছে প্রকার বিশেষ; ছানা, গুড়, ও খোয়া ক্ষীর – এই তিনটি উপকরণ মিশিয়ে ভিন্ন রূপে সন্দেশ বাঙালির মন জয় করে, এই যেমন জলভরা, শঙ্খ, মাখা সন্দেশ, আরও কত কী!

ওঃ মালপোয়ার কথা না বললে তো সে আবার গাল ফুলিয়ে রাগ করবে। তবে তার ওই রস ভরা টোপা গাল গুলোই, বাঙালির জিভের মিষ্টির স্বাদেন্দ্রিয় গুলিতে এক অপূর্ব তৃপ্তির ভাব নিয়ে আসে। আরে দাঁড়ান মশাই! এই শেষ নয়, আরও আছে। এবার আসি দুধ পরিবারের মিষ্টি গুলিতে, গুড়ের পায়েস, দুধ পুলি ও রসমালাই। রয়েছে আরও! তবে শীত কালের দুধের মিষ্টি বলতে এগুলির কথা সবার আগে মাথায় আসে। দুধ আর গুড়ের একসঙ্গে সম্পর্কটা বাঙালির মতে রাজযোটক, মিলে-মিশে একাকার এই জুটি। শেষ পাতের মিষ্টি মুখে এরকম স্বাদ পেলে, বাঙালির মন এমনিই গলে যায়।

জীবন যতই বদলাক, আধুনিকতা আসুক, শীত কালের গুড়ের মিষ্টি আর বাঙালির হৃদয়ের সম্পর্ক কখনও পুরোনো হবে না। কারণ এই মিষ্টি শুধু খাওয়ার নয় – এটাই আমাদের বাঙালিদের শীতের আসল আনন্দ।

Freshers' welcome with Bollywood theme

Sandhya Ekka

Our department may be small but it surely knows how to organize big and memorable events .The Freshers' Welcome this year was beautifully arranged by our juniors and seniors and it turned out to be a day full of fun, laughter, and unforgettable moments.

The theme for the event was Bollywood and everyone dressed up as their favorite film characters - from Shantipriya and Sachin Tichkule to Barfi, Gangubai, Naina, Harry and Sejal and many more , It was such a cool and trending idea that made the entire event colorful and lively. The program started with warm welcomes and cheerful vibes followed by a soulful song performance by Ayush Sir and Priyanko Sir which added a magical touch to the celebration. Fun games like Guess the Song by Emojis and Guess the Movie Characters brought out laughter and excitement among everyone.

The highlight of the day was the ramp walk and the amazing dance performances by our Semester 3 juniors. Their energy and creativity made the event even more entertaining. Finally, the much-awaited moment arrived with the Mr. and Miss Fresher announcement followed by a cake-cutting ceremony that marked the joyful end of the celebration.

It was truly an overwhelming and heartwarming experience to see how connected everyone in our department is - from students to faculty members. Even though our department isn't very big the unity, enthusiasm and creativity of everyone made the event truly special and unforgettable.

BTS in India for a special event

Nandini Mishra

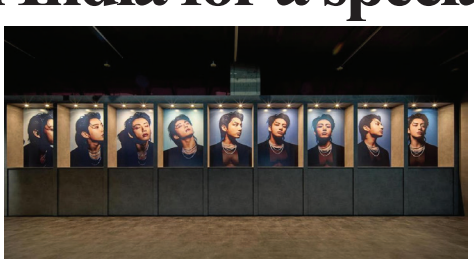

BTS is a world famous South Korean music band that has cast its spell all over the world. People are crazy about these 7 boys and their music. India is not left behind. For the first time, BTS is going to do something in India. To make the last month of the year memorable for the Indian Army, BTS meknea Jungkook's GOLDEN exhibition is going to be held in Mumbai. The exhibition celebrates Jungkook's remarkable success as a solo artist, following the release of his debut album GOLDEN, which earned global recognition by securing a strong position on the Billboard charts in 2024.

HYBE made this announcement on 5th November. The exhibition will show Jungkook's precious moments through various themed displays related to his solo album activities. BTS fans (army) will be able to see plaques and awards celebrating GOLDEN's record breaking performance and with that stage used items such as microphones and in-ear monitors, the fans will be able to see jungkook's stage and music video outfits, styling items from his photo shoot, television appearance looks and clips from global performance. The event will be held at Mehboob studios in Mumbai from 12 December 2025 to 11 January 2026 exclusively through bookmyshow, making a new collaborative milestones with HYBE. HYBE even recently announced its Indian division and the opening of new mumbai office that signal deeper engagement with Indian audience and future projects that will involve HYBE artists.